R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন ঃ ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০২ সাল।
১৮ই অক্টোবর, ১৯৯৫ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

বন্যার সময় কর্তব্যে অবহেলার দায়ে তিন ডাক্তারের বেতন বন্ধ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সাম্প্রতিক বন্যার সময় মহকুমার তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তারদের কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে বেতন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা যায়। মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল আমাদের প্রতিনিধিকে জানান ঐ তিন ডাক্তারকে সাসপেণ্ড করার জন্যও তিনি জেলাশাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন জানান।

তিনজন ডাক্তারের মধ্যে আছেন অরঙ্গাবাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার বিক্রম রায়, তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয় গায়েন ও আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার সহদেব মণ্ডল নিজেদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে উধাও হয়ে যান। তবে বর্তমানে প্রত্যেক ডাক্তারই কাজে যোগ দিয়েছেন বলে জানা যায়। বিশেষত, ডাঃ বিক্রম রায় বন্যা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কাউকে না জানিয়ে মহকুমার বাইরে পূজাবকাশে চলে যান। এর জন্য মহকুমা শাসক আমাদের প্রতিনিধির কাছে বিশেষত ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান, ডাঃ গায়েন ও ডাঃ মণ্ডল বন্যা চলাকালীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ত্যাগ করেন। তাঁরাও কাউকে জানানোর প্রয়োজনবোধ করেননি। যে সময়ে প্রত্যেক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে মেডিক্যাল অফিসারদের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়, ঠিক সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ঐ তিন ডাক্তারের অমানবিক কাজের জন্যই মহকুমা শাসক জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে তাঁদের চরম শাস্তির আবেদন জানান। এদিকে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের পদটি দীর্ঘদিন থেকেই শূন্য। জঙ্গিপুর হাসপাতালের সুপার নামকোয়াস্তে ঐ পদেরও দায়িত্ব পালন করছেন। আবার সাগদীঘি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহু কর্মী গত ২৯ সেপ্টেম্বর বেতন নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত দূর দুরান্তে নিজেদের বাড়ীতে পুজাবকাশের ছুটী উপভোগ করেছেন। এই কেন্দ্রে মোট ২৮ জন স্বাস্থ্য কর্মী থাকলেও বন্যার সময় বা পরে মুষ্টিমেয় কিছু কর্মী বাদে সবাই অনুপস্থিত ছিলেন। তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সৌকত চৌধুরী নিজে অনুপস্থিত কর্মীদের বন্যাপীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড়াবার জন্য চিঠি এমন কি রেডিওগ্রামও করেন। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রকাশ্য দিবালোকে সাব জেল থেকে বন্দী উধাও

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১১ অক্টোবর সামসেরগঞ্জ থানা এলাকায় ধৃত ২৯০ ধারায় অভিযুক্ত এক বিচারাধীন বন্দী স্থানীয় সাব জেল থেকে দিন দুপুরে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলের হেড ওয়ার্ডার গণপতি সরকার ও অপর দুই ওয়ার্ডার নাজিমউদ্দিন মণ্ডল ও প্রদীপ প্রামাণিককে সাসপেণ্ড করা হয়। জেল পরিদর্শনের পর মহকুমা শাসক এবং সাব জেলার অনুমান করেন আসামী জেলের এক জায়গার নীচু পাঁচিল টপকেই পালিয়ে যায়। মহকুমা শাসক জানান, দুপুর বেলায় একজন ওয়ার্ডার গেটে পাহারা দিচ্ছিলেন ও অপরজন বন্দীদের দুপুরের খাবার দেবার জন্য মাথা গুণতিতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগেই ঐ বন্দী পালিয়ে যায়। তবে বন্দী ঠিক কিভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে পালিয়ে গেল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সাব-জেলার বা মহকুমা শাসক কেউই দিতে পারেননি। এ ছাড়া ঐ জেলে চল্লিশ জন বন্দীর থাকার জায়গায় বর্তমানে গড়ে প্রায় নব্বইজন বন্দীকে রাখতে হয়। তিনজন ওয়ার্ডারের উপরই সমস্ত বন্দীর নজরদারীর ভার থাকে। পলাতক আসামীর এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সাংসদ মমতা ব্যানার্জী বন্যা কবলিত অঞ্চল ঘুরে গেলেন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১০ অক্টোবর যুব কংগ্রেস সভানেত্রী ও সাংসদ মমতা ব্যানার্জী ও বিধায়ক সুদীপ ব্যানার্জী সুতী-১ ব্লকের বন্যা প্লাবিত এলাকাগুলো ঘুরে দেখেন ও মানুষদের কাছে ত্রাণের অপ্রতুলতার অভিযোগ পান বলে জানা যায়। বহরমপুর ফেরার পথে উমরপুর মোড়ে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি পথসভার আয়োজন করা হ'লেও অনুষ্ঠান পরিচালনায় নানা অসুবিধা থাকায় সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জী সোজা বহরমপুর চলে যান। এ ছাড়া ২৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী আনিসুর রহমান সুতী-১ ব্লকের বন্যাদুর্গত বিভিন্ন এলাকা মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসার ও স্থানীয় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুজোয় বিশেষ পুলিশী অভিযানে মাদক দ্রব্য উদ্ধার, সাতটি বিদেশী স্পিডবোট আটক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এ' বছর পুজো মরশুমে রঘুনাথগঞ্জ থানা বিশেষ তল্লাসী অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর বেআইনী মাদকদ্রব্যসহ বিক্রেতাদের আটক করে বলে জানা যায়। দুর্গাপুজোর আগে থেকে এখন পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ ও সম্মতিনগরের বিভিন্ন ষ্টেশনারী দোকান, চায়ের দোকান ও গুমটি থেকে লাইসেন্সবিহীন অবৈধ মদ উদ্ধার করে ও বেশ কিছু সমাজবিরোধীকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকা এবং জনশান্তি ভঙ্গের অপরাধে আটক করেন বলে ওসি প্রবীর রায় জানান। হাসপাতাল মোড়, ফুলতলা, বার হাত কালীর আশেপাশের দোকান থেকেই প্রধানতঃ মাদক দ্রব্যগুলি (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০২ সাল

।। কঃ বান্ধবঃ ? ।।

বন্যার বিধ্বংসী তাণ্ডবে এই রাজ্যের মানুষ জেরবার হইয়াছেন। প্রকৃতির রুদ্ররোষে মানুষ অপরিসীম দুর্দশা ভোগ করিতেছেন। বস্তুত দুর্গাপূজার মত সার্বজনীন মহোৎসব যখন চলিতেছিল, তখন এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মানুষ বানভাসি হইয়া পড়েন। ঘরবাড়ি, শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হওয়ায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। প্রাণবলিও ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে জলবন্দী হতভাগ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্রাদি ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাইয়া দেওয়া রীতিমত সমস্যাজনক হইয়া পড়ে। উদ্ধারকার্যে সেনাবাহিনীর সাহায্য লইতে হয়। বন্যা-কবলিত মানুষের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ স্থির করাও সহজ নহে।

বন্যার জল কোন কোন জায়গা হইতে নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার পরিণতিরূপে দেখা দিয়াছে বিভিন্ন রোগ যাহার মধ্যে আন্ত্রিক রোগ অন্যতম এবং তাহা ভয়ানক ও ব্যাপক।

ফলতঃ খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি ত্রাণ-সামগ্রী এখন সর্বাধিক প্রয়োজন। প্রয়োজন ত্রাণসামগ্রীর সুষ্ঠু বণ্টন। বন্যাপীড়িত হতভাগ্যেরা আজ এই সব সামগ্রীলাভের জন্য একান্ত প্রত্যাশায় রহিয়াছেন। এখনই সরকারী ও বেসরকারী স্তরে যাহা আশু কর্তব্য, তাহা হইল ত্রাণসামগ্রীর উপযুক্ত বিলিব্যবস্থা।

কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া নানাবিধ গোলমাল চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বন্যাত্রাণের কাজে যাহাতে সমন্বয় সাধিত হয়, তাহার দায়িত্ব রাজ্য তথ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্য ত্রাণমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীর মধ্যে যে বিরোধ বাধে, তাহাতে ত্রাণের ব্যাপার যথেষ্ট ব্যাহত হইবার উপক্রম হয়। ফলে ত্রাণের সমন্বয়-দায়িত্ব রাজ্যমুখ্যমন্ত্রীকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী, সেচমন্ত্রী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীদের উপর বন্যার সময় ও বন্যার পরে গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ইঁহাদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য একজন মন্ত্রী ছিলেন যেমন ছিলেন তথ্যমন্ত্রী। কিন্তু ত্রাণমন্ত্রীর সঙ্গে তথ্যমন্ত্রীর বিরোধের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

আবার রাজ্য কংগ্রেস স্তরে বন্যার পরিস্থিতি বিষয়ে কেন্দ্রকে অবহিত করিতে কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র পৃথক পৃথক রিপোর্ট লইয়া দিল্লী গিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা নিজ নিজ মত মোতাবেক কেন্দ্রকে সব কিছু জানাইবেন। এই যে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্ট, তাহাতে বক্তব্য বিষয়ের বিভিন্নতা থাকিলেও থাকিতে পারে। সুতরাং এখানে হয়ত সমন্বয়ের অভাব দেখা দিবে। আবার ত্রাণ বিষয়ে গঠিত রাজ্য কংগ্রেসের কমিটি গঠনে চলিয়াছে ঝগড়া। জেলায় জেলায় তাহার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক।

ত্রাণসামগ্রী বণ্টন সম্পর্কে বিবিধ অভিযোগের কথা শুনা যাইতেছে। কে কোন্ দলের সমর্থক তাহা এমন সাঙ্ঘাতিক বিপর্যয়কালেও নাকি যাচাই করিয়া ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। যদিচ এইরূপ বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, তবু যদি এই মনোভাব থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা মর্মান্তিক আর কিছু হইতে পারে না। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করিয়া আগামী নির্বাচনে ফায়দা লুটিবার মনোভাব পোষণ করাও অসম্ভব নহে।

মোট কথা বন্যাপীড়িত হাজার হাজার মানুষ আজ নলখাগড়ার দল। আর ত্রাণকার্যে লিপ্ত বিবিধ স্তরের অর্থাৎ সরকারীস্তর, রাজনৈতিক দলসমূহের স্তর যেন যুধ্যমান ষণ্ডকুল। মতান্তর, মনান্তর প্রভৃতির যে ষণ্ড-দ্বন্দ্ব, তাহার ফলে হতভাগ্য বন্যাক্লিষ্টদের অবস্থান্তর কিভাবে ঘটিতে পারে তাহা জানা নাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

নর্দমা পরিষ্কার না হওয়া প্রসঙ্গে

বালিঘাটা ১৩নং ওয়ার্ডে আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় মাইকে পৌরসভা থেকে শহরবাসীকে সচেতন করে দেওয়া হয়। ১৩নং ওয়ার্ড নিঃসন্দেহে অনুন্নত। পৌরসভা থেকে সে রকম কাজ করা হয়নি। তার উপরে কংগ্রেস কমিশনার পাস করায় প্রতি-হিংসাপরায়ণ হয়ে পৌরসভার কর্তৃপক্ষ কম পক্ষে দুই মাস ড্রেন সাফায়ের কাজ বন্ধ করেছিলেন। অনেক চিৎকার করার পর বর্তমানে মাঝে মাঝে ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে। রাস্তা ঘাট পরিষ্কার করা হয় না। পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠার কারণে দেখা দিয়েছে ব্যাপক আন্ত্রিক রোগ। প্রতিহিংসা ছেড়ে সার্বিক উন্নয়ন করবার জন্য পৌরসভার চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনসাধারণের পক্ষে—
কাজী নইমুদ্দিন
রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা

একটু ভাবুন এসডিও সাহেব

আগে হলে পারতেন; এখন কিন্তু আপনি পারেন না এসডিও সাহেব। আগে হলে পারতেন প্রসঙ্গে দাদাঠাকুরের (শরৎ পণ্ডিত) একটি পুরনো গল্প চালু আছে। তখন এই শহরে সাইকেল রিক্সার চল ছিল না। জঙ্গীপুর ষ্টেশনের সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল বাস। রাস্তার বিভিন্ন মোড় থেকে ট্রেনের যাত্রী নিয়ে আসা যাওয়া করত সেই বাস। একদিন পণ্ডিত প্রেসের মোড়ে বাস থেমেছিল; স্থানীয় একজন সহজ সরল অবাঙালী ব্যবসায়ী সেখান থেকে ষ্টেশনে যাবেন। বাস অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর সেই ব্যবসায়ী আসেন এবং বাস ষ্টেশনে পৌঁছানোর আগেই ট্রেন চলে যায়। ফলে বাসের যাত্রীদের রাগ সেই ভদ্রলোকের ওপর পড়ে। ফলে সহযাত্রীদের নানা ধরনের কটু কথা সহ্য করতে হয় তাঁকে। সেই বাসে ছিলেন স্থানীয় থানার বড়দারোগা। জরুরী কাজে যাচ্ছিলেন ট্রেন ধরতে। কাজ কেঁচে যাওয়াতে বড়বাবুতো রেগে আগুন। প্রচণ্ড বকাবকি শুরু করেছেন নতুনভাবে। তবু ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোন কথা বলছেন না, কিন্তু বড়বাবু ক্রমাগত বলে চলেছেন—'জান তুমি আমার কত ক্ষতি করে দিলে, জান এর জন্য তোমাকে আমি লকআপে ঢুকিয়ে দিতে পারি।' ভদ্রলোক যত চুপ করে থাকেন, বড়বাবু তত তাঁর ক্ষমতার কথা বলতে থাকেন। চিৎকার করে বলে ওঠেন 'জান এক্ষুণি তোমাকে আমি রঘুনাথগঞ্জ থেকে তাড়িয়ে তোমার মুলুকে পাঠিয়ে দিতে পারি।' এতক্ষণ ভদ্রলোক বড়বাবুর ক্ষমতার কোন প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু মুলুকে পাঠিয়ে দেবার কথা বলাতে তিনি প্রতিবাদ করে বলেন—'এটা বাবু আপনি পারেন না, এসডিও পারেন'

এই ছিল এসডিওর ক্ষমতা সম্পর্কে সেদিনের সাধারণ মানুষের ধারণা—এসডিও সর্বশক্তিমান, তিনিই হাকিম, তিনিই হুকুম। কিন্তু যুগের রং সমাজের ঢং বদলের সাথে সাথে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুরও স্থানচ্যুতি হয়েছে। কারণ সংবাদে প্রকাশ সেই সর্বশক্তিমান এসডিও স্থানীয় ইট ভাটা মালিকদের কাছে নাকি এক লক্ষ ইট চেয়েছিলেন। কেন চেয়েছিলেন তা এই কলমচির জানা নেই। তবে অনুমানে বলা যায় তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত কাজের জন্য চাননি। পুরনো ভেঙ্গে পরা পাঁচিল কিংবা সরকারী বাংলো, অফিস মেরামতির কাজেই সম্ভবত লাগত এই ইট। যে কাজে এই ইট লাগতো সেটি সারানোর দায়িত্ব সরকারের, (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

একটু ভাবুন (২য় পৃষ্ঠার পর)

অর্থাৎ প্ল্যান, ড্রইং, এষ্টিমেট, টেণ্ডার, ফাণ্ড, অডিট ইত্যাদি হরেক ঝামেলার বাঁধনে একুশ মাসে বছর। তাই বোধ হয় সহজ রাস্তায় চলতে গিয়েছিলেন এসডিও। কিন্তু এ প্রস্তাবে গর্জে উঠলেন ইট ভাটার মালিকেরা। তাঁরা তাঁদের ত্রয়োদশ জেলা সম্মেলনে মাথা উঁচু করে, বুক টান করে এসডিওর জুলুমবাজির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। প্রশাসনের অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে বললেন। নিশ্চয় মহৎ প্রস্তাব, কারণ সব মানুষের উচিৎ সমাজের যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার।

তবে ইট ভাটা মালিকদের এই বিপ্লবী চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে শহরের মানুষের সন্দেহ আছে। আজকে বুক টান, মাথা উঁচু করে যে বিপ্লবীরা উঁচু গলায় মাইক ফাটালেন এক লক্ষ ইট না দেবার জন্য, তাঁরাই মাত্র কিছুদিন আগে উঁচু মাথা নিচু করে, টানটান বুক ঝুঁকিয়ে হাটু মুড়ে নতজানু হয়ে দাসানুদাসের ভঙ্গিতে নিজের বিবেক বন্ধক দিয়েছিলেন রঘুনাথগঞ্জ থানা ভবন নির্মাণের সময়। তাই বলছিলাম,—মাননীয় এসডিও সাহেব, আপনি পারেন না, ওসি পারে।

—মিস্ মার্গারেট হেন্স

বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প ১ ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

ফাঁসিতলা, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরা পল্লী ও গোয়ালপাড়ার মধ্যস্থলে দুই কাঠা জায়গা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

যোগাযোগের ঠিকানা—

কনকলতা দাস, গোয়ালপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

নন্দকিশোর দাস, ষ্টুডিও চিত্রশ্রী, রঘুনাথগঞ্জ

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসত বাড়ীর জন্য দু'কাঠার কয়েকটি প্লট বিক্রী হচ্ছে।

যোগাযোগের স্থান—বিকাশ ধর

'মৌমিতা' (রেডিমেড পোষাকের দোকান)

বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন : ৬৬২৪৯

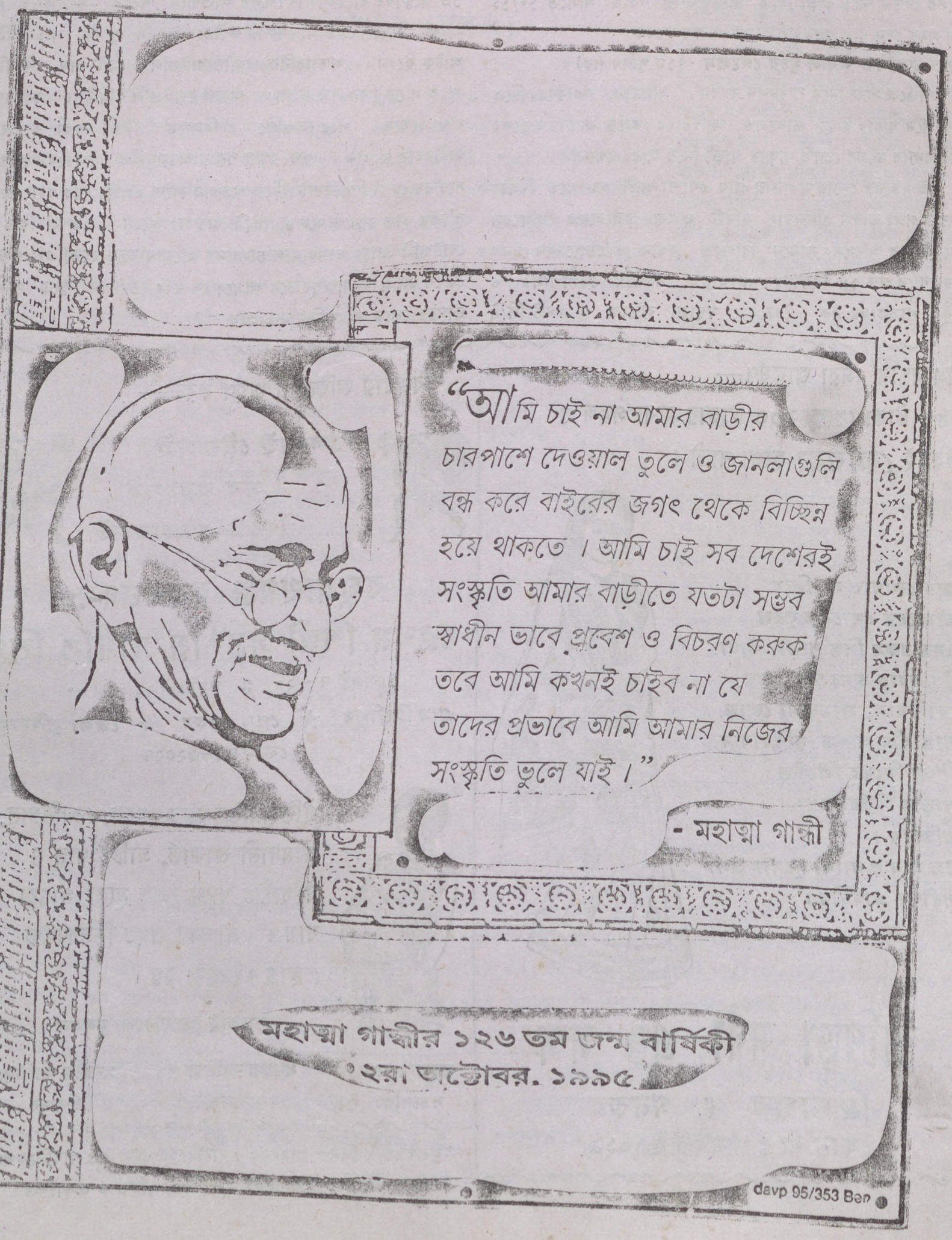

তিন ডাক্তারের বেতন বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

অবশেষে কারও সাড়া না পেয়ে তিনি গত ৮ অক্টোবর সরকারী কাজে ঔদাসিন্যের জন্য ঐ সমস্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে খবর। এ ব্যাপারে গত ৯ অক্টোবর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সাগরদিঘী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে এক বৈঠক করেন ও পরিস্থিতি অনুধাবন করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিপি এইচ এন পূর্ণিমা রায়চৌধুরী তখনও পর্যন্ত পুজাবকাশে কলকাতায় ছিলেন বলে জানা যায়। এ ছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মা ও শিশুদের যে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় সেগুলি যে ঘরে থাকে তার চাবিও শ্রীমতী রায়চৌধুরী নিয়ে চলে যাওয়ার দরুণ টীকাগুলির তাপমাত্রা পরিমাপের কাজ দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ থাকে। ফলে এলাকার মানুষের আতঙ্ক ঐ সমস্ত প্রতিষেধক টিকা পরবর্তীকালে মা ও শিশুদের প্রয়োগ করলে নদীয়ার দেবগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থা হবে কি না? এ ছাড়া ঐ বিপি এইচ এন প্রতি মাসেই বেতন নিয়ে বাড়ী গিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফিরে আসতে ১০/১২ দিন সময় নেন বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

বন্যা কবলিত অঞ্চল ঘুরে গেলেন (১ম পৃষ্ঠায় পর)

পৌরপতিকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করেন। ধুলিয়ান, ফরাক্কার দিকে পরিদর্শনে যাবার ইচ্ছা থাকলেও আহিরণের কাছে জাতীয় সড়কের উপর বন্যার জলের স্রোত থাকায় গাড়ী নিয়ে আর এগোননি।

এই বছরের বন্যায় ফরাক্কায় প্রায় একশো বাড়ী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হওয়ায় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটি ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন। এ ব্যাপারে গত ১৪ অক্টোবর বহরমপুরে সেচমন্ত্রী, জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকদের এক বৈঠকে ফরাক্কা ব্যারেজ ও এনটি পিসি কর্তৃপক্ষকে যৌথভাবে একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করবার জন্য অনুরোধও জানানো হয়েছে বলে জানা যায়। ঐ প্ল্যান তৈরী হলে ব্যারেজের ছাড়া জলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঠেকানো যাবে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। বন্যার জল সরে যাবার পর বিভিন্ন অঞ্চলে আন্ত্রিক ও ডাইরিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের একটি মেডিক্যাল টিম বন্যা কবলিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শনে গেলেও ব্লিচিং পাউডার, জল শোধনের বড়ি বা কোন ওষুধপত্র সরবরাহ করত হয়নি বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। তবে ফরাক্কা অঞ্চলে এপিডি আর-এর একটি মেডিক্যাল টিম গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কিছু ওষুধপত্র দেন বলে জানা যায়।

সাতটি বিদেশী স্পিডবোট আটক (১ম পৃষ্ঠার পর)

উদ্ধার হয় বলে জানা যায়। এ ছাড়া রঘুনাথগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে জুয়ার আসর ও নেশার ঠেকের যে সব সংবাদ ওসির কাছে আসছে সেখানেও অভিযান চালানো হবে বলে তিনি জানান। এ ছাড়া গত ১৩ অক্টোবর রাত্রিকালীন বিশেষ অভিযানে পদ্মার ফিরোজপুর চরে সাতটি বিদেশী দ্রুত গতিসম্পন্ন স্পীডবোট ওসি পুলিশ বাহিনী নিয়ে আটক করেন। অত্যাধুনিক স্পীডবোটগুলির মোট দাম প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। আটক বোটগুলি মিঠিপুর ফেরীঘাটে রাখা হয়েছে। পরে সেগুলিকে নিলামে বিক্রী করা হবে বলে প্রবীরবাবু জানান। ভরা বর্ষায় পদ্মায় অত্যাধুনিক স্পিডবোটগুলিকে সাধারণ দেশী স্পিডবোট নিয়ে অন্ধকার রাতে ধাওয়া করে ধরা প্রচণ্ড ঝুঁকির কাজ হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। জানা যায় ঐ বোটগুলি এপার ওপার মাল চালানের কাজে ব্যবহৃত হতো এবং ওগুলি যে সে রাতে ফিরোজপুর চরে আসবে সে খবর গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পেরে এই অভিযান চালায়।

দীপাবলীর সেরা আকর্ষণ—

১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিষ্ট্রী নং—২০ ঃঃ তারিখ—২১।২।৮০

গ্রাম মির্জাপুর ★ পোঃ গনকর ★ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টীচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

সততাই আমাদের মূলধন

সনাতন দাস — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিয়া — ম্যানেজার
সনাতন কালিদহ — সম্পাদক

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।